গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
বেসরকারি মাধ্যমিক-৩
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.shed.gov.bd

নথি নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০২৯.০০১.২০১৯.২২ তারিখ: ২১.০১.২০২১ খ্রি.

বিষয় : এনটিআরসিএ কর্তৃক ২০১৯ সালে ২য় নিয়োগ চক্রে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভুল চাহিদার প্রেক্ষিতে সুপারিশকৃত শিক্ষকদের অন্য প্রতিষ্ঠানে শুন্য পদে প্রতিস্থাপন প্রসংগে।

সূত্র: ১) মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকায় অনুষ্ঠিত ০৯.০৬.২০২০ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত।
২) এনটিআরসিএ-এর স্মারক নং-বেশিনিক/শি.শি/দ্বি:নি:চ:অ: আবেদন প্রসংগে/১১২২/২০২০/৫৩৪, তারিখ: ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রি.।

উপযুর্ক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামো ও এমপিও নীতিমালা ২০১৮ অনুযায়ী এনটিআরসিএ কর্তৃক ২০১৯ সনের ২য় নিয়োগ চক্রে ভুল চাহিদায় সুপারিশকৃত শিক্ষকদের বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকায় ০৯.০৬.২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক যতদুর সম্ভব তাঁদেরকে স্থায়ী ঠিকানার নিকটবর্তী কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শূণ্য পদে ও স্ব-স্ব বিষয়ের বিপরীতে পূর্বের সুপারিশের ধারাবাহিকতায় প্রতিস্থাপন করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক।

২১/১/২০২১
(মো: কামরুল হাসান)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৪০৫১৭
ই-মেইল: ds.mpo@moedu.gov.bd

চেয়ারম্যান
বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ
ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় অবগতি/কার্যার্থে:

১. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
২. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।
৩. মাননীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় উপমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।
৪. সচিব এর একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৫. সিনিয়র সিস্টেমস এনালিস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৬. পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অঞ্চল,.....(সকল)।
৭. উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অঞ্চল,.....(সকল)।
৮. জেলা শিক্ষা অফিসার,.....(সকল)।
৯. উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার,.....(সকল)।
১০. অফিস কপি।

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (NTRCA)
রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার (লেভেল ৪)
৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০
ফ্যাক্স: ০২-৪১০৩০০৪৯, ওয়েবসাইট: www.ntrca.gov.bd
ই-মেইল: office@ntrca.gov.bd

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)-এর চলমান সার্বিক কার্যক্রম এবং এনটিআরসিএ কর্তৃক সুপারিশকৃত শিক্ষকদের এমপিওভুক্তির সমস্যার বিভিন্ন জটিলতা নিরসনকল্পে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : **ডা: দীপু মনি,** এম.পি. মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

স্থান : সম্মেলন কক্ষ, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

তারিখ : **০৯ জুন ২০২০**

সময় : বিকাল ৩.০০ টা

উপস্থিতির তালিকা : পরিশিষ্ট-'ক'।

সভাপতি সভায় আগত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ও সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ), এনটিআরসিএ সভাপতিকে অবহিত করেন যে চেয়ারম্যান এর পদটি বর্তমানে শূন্য রয়েছে। তিনি বর্তমানে এনটিআরসিএ-এর ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এরপর অত্র প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রমের ওপর সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়।

এ পর্যায়ে সভায় মাননীয় উপমন্ত্রী এনটিআরসিএ কর্তৃক শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ শুরু হওয়ার পূর্বে কিভাবে নিয়োগ সম্পন্ন হতো তা জানতে চাইলে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জানান যে, ৩০/১২/২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত পরিপত্রের আলোকে শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশের দায়িত্বটি অত্র প্রতিষ্ঠানের ওপর অর্পিত হওয়ার পূর্বে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগের সকল কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি/ গভার্নিং বডি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতো। এ প্রসঙ্গে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব মহোদয় নিবন্ধন সনদের অপরিহার্যতার বিষয়ে জানতে চাইলে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জানান যে, একটা সময় ছিল যখন শিক্ষক নিয়োগের জন্য নিবন্ধন সনদ প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু ২০০৫ সনে এনটিআরসিএ সৃষ্টির পর থেকেই শিক্ষক হওয়ার জন্য নিবন্ধন সনদ আবশ্যিক শর্ত হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

অত:পর সভাপতি আলোচ্যসূচি অনুযায়ী ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানকে আলোচনা শুরুর অনুরোধ জানান।

আলোচ্য বিষয়-২:

মহিলা কোটায় পুরুষ প্রার্থী নিয়োগে সৃষ্ট জটিলতা সংক্রান্ত ।

আলোচনা:

এ বিষয়ে প্রথমেই ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানান যে, ত্রুটিপূর্ণ চাহিদার কারণে এনটিআরসিএ এর সুপারিশের আলোকে অনেক এমপিও ও নন এমপিও প্রতিষ্ঠানে মহিলা কোটায় পুরুষ প্রার্থী নিয়োগের ফলে এমপিও প্রাপ্তির ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। তিনি আরো জানান যে, প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত ভুল চাহিদার কারণে মহিলা কোটার স্থলে পুরুষ প্রার্থী সুপারিশ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠান প্রধানের ভুলের কারণে মহিলা কোটা হেতু যোগদানকৃত পুরুষ শিক্ষকগণ এমপিও পাচ্ছে না। সঙ্গত কারণে বিষয়টি নিস্পত্তি হওয়া প্রয়োজন।

সভাপতি বলেন যে, ভুল চাহিদা প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ থাকলেও যে সমস্ত প্রার্থী এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানে সুপারিশ প্রাপ্ত হয়ে যোগদান করেছেন সে সকল প্রার্থীদের নিয়মিতকরণের ব্যবস্থা আগে নিশ্চিত করতে হবে। তাদের এমপিও নিশ্চিত করার মাধ্যমেই এ সমস্যার সমাধান সম্ভব। একই সঙ্গে এ বিষয়ে ভুল চাহিদা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রণয়ন করে তাদের কারণ দর্শানো প্রয়োজন।

সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ বলেন যে, ভুল তথ্য প্রদানকারী প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করতে হবে এবং প্রতিষ্ঠান প্রধানের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন হবে।

সিদ্ধান্ত: (ক) যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান ভুল চাহিদা প্রেরণ করেছে তাদের সনাক্ত করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানের বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর ব্যবস্থা গ্রহণসহ বিধি মোতাবেক বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান ভুল তথ্য প্রেরণ করেছে তাদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত করে এনটিআরসিএ সংরক্ষণ করবে।

(খ) বৈধভাবে পরীক্ষা দিয়ে পাশ করে এনটিআরসিএ কর্তৃক যারা সুপারিশ পেয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জনবল কাঠামোতে চাহিদার ভিত্তিতে শূন্য পদে যোগদান করেছেন এবং যোগদান পত্র প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত হয়েছে ও নিয়মিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ও পাঠদান করছেন তারা স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকবেন এবং বিধি ও যোগ্যতা মোতাবেক কেবলমাত্র এমপিও ভুক্ত প্রতিষ্ঠানে অনলাইনে আবেদনের তারিখ হতে এমপিও ভুক্ত হবেন। নন এমপিও প্রতিষ্ঠানে যোগদানকৃত শিক্ষকদের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে না। তবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধান ভবিষ্যতে মহিলা কোটার নির্দিষ্ট হার পূরণ না হওয়া পর্যন্ত "শুধুমাত্র মহিলা প্রার্থীর জন্য প্রযোজ্য" বলে আবশ্যিকভাবে উল্লেখ করে উপজেলা/ থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার/ জেলা শিক্ষা অফিসার, উপ-পরিচালক (মাধ্যমিক) এবং সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরের মাধ্যমে চাহিদা প্রেরণ করবে।

(গ) মহিলা কোটার জটিলতা থেকে সৃষ্ট সমস্যার এ সমাধান শুধুমাত্র ০১.১১.২০১৯ তারিখ পর্যন্ত এনটিআরসিএ-এর মাধ্যমে সুপারিশপ্রাপ্ত ও বিধি মোতাবেক যোগ্য প্রার্থীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এ সিদ্ধান্ত ভবিষ্যতে কোন রেফারেন্স (দৃষ্টান্ত) হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না।

বাস্তবায়নে:

শিক্ষা মন্ত্রণালয়/ এনটিআরসিএ / মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর / কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর / মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর ।

আলোচ্য বিষয়-৩:

বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষক (ভৌত বিজ্ঞান/ব্যবসায় শিক্ষা/ইংরেজি/ বাংলা/আইসিটি) পদে নিয়োগ প্রাপ্তদের এমপিও জটিলতা নিরসন সংক্রান্ত।

আলোচনা:

অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক-২) সভাকে অবহিত করেন যে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে ৩০ মে, ২০১৯ তারিখ জারিকৃত স্মারক নম্বর ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০৩০.০০১. ২০১৭(অংশ-১).১৪৬ অনুসারে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবল কাঠামো ও এম.পি.ও. নীতিমালা-২০১৮ অনুযায়ী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত নতুন পদে নিয়োগ প্রদান সম্পর্কে অর্থ বছর নির্ধারণ করে নিয়োগ প্রদানের সুনির্দিষ্ট ছক ভিত্তিক আদেশ জারি করা হয়। কিন্তু এনটিআরসিএ কতিপয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের ভুল চাহিদার ভিত্তিতে নীতিমালা জারির পরে (তবে বর্ণিত পত্র জারির নির্ধারিত সময়ের পূর্বে) নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করায় বর্ণিত সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। সভাপতি সমস্যাটির সমাধানকল্পে এনটিআরসিএ কর্তৃক সুপারিশপ্রাপ্তদের যথাযথভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত বিবেচনা করে এমপিও নীতিমালার প্রবর্তিত বিধান অনুসরণ করে এমপিওভুক্ত করণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অভিমত ব্যক্ত করেন। সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবল কাঠামো ও এম.পি.ও. নীতিমালা-২০১৮ এর ২৪ (ঘ) এর শর্ত ভঙ্গ করে কেন উল্লেখিত পদসমূহে এনটিআরসিএ সুপারিশ করেছে সে বিষয়টি তদন্ত করে দেখা প্রয়োজন মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন। এ বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান এনটিআরসিএ তার ব্যাখ্যা তুলে ধরে বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩০ ডিসেম্বর ২০১৫ সালের ৩৭.০০.০০০০.০৭১.০৮.০০৮.০৫(অংশ)-১০৮১ সংখ্যক পরিপত্রের ৪.০ অনুসরণীয় পদ্ধতির আলোকে "বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান ম্যানেজিং কমিটি/গর্ভনিং বডির অনুমোদনক্রমে প্রথম প্রবেশ পর্যায়ের (Entry Level) শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট পদে নিয়োগের ন্যূনতম ০২ (দুই) মাস পূর্বে প্রতিষ্ঠানের জনবল কাঠামোতে সরকার নির্ধারিত কোটার প্রাপ্যতা উল্লেখ পূর্বক এনটিআরসিএ তে অধিযাচন পত্র প্রেরণ করবেন। এনটিআরসিএ উক্ত অধিযাচন পত্রের ভিত্তিতে ওয়েবসাইটে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করবে এবং নিবন্ধিত প্রার্থীবৃন্দ অন-লাইনে আবেদন করবেন"। একই পরিপত্রে ৫.০ অনুসরণীয় পদ্ধতি অনুসরণ করে "এনটিআরসিএ অনলাইনে আবেদন প্রাপ্তির পর চাহিদা ও মেধাক্রম অনুযায়ী প্রার্থীদের অবহিত রেখে প্রতিটি পদের বিপরীতে ০১ (এক) জন করে প্রার্থীর নাম অধিযাচনকারী প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করবে এবং সে অনুসারে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে ক্ষেত্রমত ম্যানেজিং কমিটি বা গর্ভনিং বডি নির্বাচিত প্রার্থী বরাবর ০১ (এক) মাসের মধ্যে নিয়োগপত্র জারি করবে"। পাশাপাশি তিনি এমপিও নীতিমালা ২০১৮ এর ৫.৭ অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করে "সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রযোজ্য ক্ষেত্রে NTRCA-এর মেধাক্রম/মনোনয়ন/নির্বাচন অনুসারে শিক্ষক নিয়োগ করবে" মর্মে সভাকে জানান।

সিদ্ধান্ত :

(ক) বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা ২০১৮ অনুযায়ী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত নতুন পদে নিয়োগ প্রদান সংক্রান্ত ৩০ মে ২০১৯ তারিখের 'ছক ও সময়ভিত্তিক পত্র জারি হওয়ার পূর্বে কেন এনটিআরসিএ নিয়োগ প্রদানের সুপারিশ করেছে তা তদন্ত করে দেখতে হবে।

(খ) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষক (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি/ভৌত বিজ্ঞান/ ব্যবসায় শিক্ষা) পদগুলোর জনবল কাঠামোর শূন্য পদে যারা বৈধভাবে শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় পাশ করে ২য় নিয়োগ চক্রের বিভিন্ন ধাপে এনটিআরসিএ কর্তৃক সুপারিশপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং পদায়নকৃত প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেছেন ও কর্মরত আছেন তাদের ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩০/০৫/২০১৯ তারিখের ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০৩০.০০১.২০১৭(অংশ-১).১৪৬ এবং মাউশির ০৪/০৮/২০১৯ তারিখের স্মারক নং ৩৭.০২.০০০০.১০৭. ৯৯.৫৭.২০১৬-৩০৪৮ এর জারীকৃত পত্রে যেহেতু তাদের নিয়োগ কার্যক্রম যথাক্রমে ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে করতে হবে মর্মে উল্লেখ রয়েছে, সেহেতু তাদের বিধি ও যোগ্যতা মোতাবেক বর্ণিত অর্থবছরের সাথে মিল রেখে সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর এমপিওভুক্ত করণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। উল্লেখ্য, যদি কোন শিক্ষক সুপারিশপ্রাপ্ত হয়ে বর্ণিত অর্থ বছরের পূর্বে যোগদান করে থাকেন সেক্ষেত্রে তিনি বর্ণিত বছরের পূর্বের সময়ের এমপিও (বেতন ভাতাদি) দাবি করতে পারবেন না।

(গ) যেহেতু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষক (ইংরেজি) নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে ২০২০-২০২১ থেকে কার্যকর হবে মর্মে উল্লেখ আছে, সেহেতু এনটিআরসিএ কর্তৃক সুপারিশপ্রাপ্ত ও যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষকদের বিধি মোতাবেক ২০২০-২০২১ অর্থ বছর থেকে তাদের এমপিও ভুক্তি কার্যকর হবে। এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এর পূর্বে যদি কেউ যোগদান করে থাকেন সেক্ষেত্রে তিনি বর্ণিত বছরের পূর্বের সময়ের জন্য এমপিও (বেতন ভাতাদি) দাবি করতে পারবেন না।

(ঘ) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩০/০৫/২০১৯ তারিখের ৩৭.০০. ০০০০.০৭৪.০৩০.০০১.২০১৭ (অংশ-১).১৪৬ সংখ্যক স্মারক এবং মাউশির ০৪/০৮/২০১৯ তারিখের ৩৭.০২.০০০০.১০৭.৯৯.৫৭.২০১৬-৩০৪৮ সংখ্যক স্মারক মোতাবেক বাংলাসহ অন্যান্য পদে ২০২১-২০২২ এবং ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে যে নিয়োগ প্রদান করতে হবে মর্মে উল্লেখ আছে তা অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে শিক্ষা মন্ত্রণালয় আলোচনাক্রমে সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় শূন্যপদের সংখ্যা নির্ধারণপূর্বক পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

বাস্তবায়নে:

শিক্ষা মন্ত্রণালয় / মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর/ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর/ মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর।

আলোচ্য বিষয়-৪:

পদ শূন্য না থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক শিক্ষক নিয়োগের জন্য প্রেরিত ত্রুটিপূর্ণ চাহিদার বিপরীতে এনটিআরসিএ কর্তৃক শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশে সৃষ্ট জটিলতা নিরসন সংক্রান্ত।

আলোচনা:

প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক ২০১৯ সনের দ্বিতীয় চক্রের বিভিন্ন ধাপে শূন্য পদে প্রেরিত ভুল চাহিদায় এনটিআরসিএ কর্তৃক নিয়োগের জন্য সুপারিশ করায় বহু প্রার্থী যোগদান করতে পারেননি। অন্যদিকে কিছু সংখ্যক প্রার্থী যোগদান করেও এমপিওভুক্ত হতে পারেননি। এ জটিলতা নিরসনে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সকল প্রচলিত বিধান অনুসরণ করে নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ায় তাদের নিয়োগের সুপারিশ যথার্থ বিবেচনা করে তাদের মতামত সংগ্রহ পূর্বক যতদূর সম্ভব তার/তাদের স্থায়ী ঠিকানার নিকটবর্তী কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শূন্য পদের বিপরীতে সুপারিশের ব্যবস্থা করা যথার্থ হবে মর্মে সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) ত্রুটিপূর্ণ শূন্য পদের তালিকা প্রেরণকারী প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রস্তুত করে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

(খ) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জনবল কাঠামো অনুযায়ী শূন্যপদ না থাকা সত্ত্বেও ভুল চাহিদার কারণে এনটিআরসিএ কর্তৃক ২০১৯ সনের ২য় নিয়োগ চক্রের বিভিন্ন ধাপে বর্ণিত বিষয় সমূহে যে সকল প্রার্থীদের সুপারিশ করা হয়েছে এবং

যারা যোগদান করেছে কিন্তু পদশূন্য না থাকায় এমপিও ভুক্ত হতে পারছে না অন্যদিকে যারা যোগদান করতে পারেনি তাদেরকে এসএমএস প্রেরণ করে বা ফোনে যোগাযোগ করে তারা সুপারিশকৃত পদে অন্য প্রতিষ্ঠানের শূন্য পদে চাকুরি করতে আগ্রহী কিনা তার তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। প্রার্থীরা আগ্রহী হলে তাদেরকে যতদূর সম্ভব তার স্থায়ী ঠিকানার নিকটবর্তী কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শূন্য পদের বিপরীতে পূর্বের নিয়োগ সুপারিশের ধারাবাহিকতায় পদায়নের ব্যবস্থা করতে হবে। তবে এক্ষেত্রে তাদের বর্তমান (পূর্বের নিয়োগ সুপারিশে যারা যোগদান করেছে এবং যারা যোগদান করতে পারেনি উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) নতুন পদে যোগদানের তারিখ থেকে এমপিও ভুক্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে। উল্লেখ্য পূর্বের নিয়োগ সুপারিশের তারিখ থেকে শিক্ষকগণ কোন এমপিও দাবি করতে পারবে না মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(গ) শিক্ষক নিয়োগের জটিলতা এড়ানোর জন্য তাদের পদায়ন সম্পন্ন না করে নতুনভাবে পরবর্তী চক্রে আর কোন নতুন সুপারিশ করা যাবে না।

বাস্তবায়নে: শিক্ষা মন্ত্রণালয় / এনটিআরসিএ/ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর/ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর/ মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর/ টেলিটক বাংলাদেশ লিঃ।

আলোচ্য বিষয়-৫:

সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার/ আইসিটি) পদে ৬ মাস মেয়াদী সনদ ধারীদের এনটিআরসিএ কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্টের রায়ের আলোকে সুপারিশের ভিত্তিতে নিয়োগ প্রাপ্তদের এমপিও ভুক্তকরণ বিষয়ক জটিলতা নিরসন সংক্রান্ত।

আলোচনা:

ভারপ্রাপ্ত চেয়াম্যান সভাকে অবহিত করেন যে, সহকারী শিক্ষক (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) পূর্বের সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার শিক্ষা) পদে ০৬ (ছয়) মাস মেয়াদী সনদধারী প্রার্থীগণ মহামান্য হাই কোর্টে মামলা করে। মামলা নং ৯৭৯০/২০১৬ এবং ৯৭৭৭/২০১৬ । উক্ত মামলায় মহামান্য হাইকোর্টের রায়ের নির্দেশনা মোতাবেক এনটিআরসিএ কর্তৃক ১ম ও ২য় ধাপে আবেদনকারীদের মধ্য হতে সম্পূর্ণ মেধার ভিত্তিতে যাদের সহকারি শিক্ষক (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) পদে সুপারিশ করা হয়েছে এবং যথা সময়ে শিক্ষকতা পেশায় যোগদান করেছেন এবং শ্রেণি কক্ষে নিয়মিত পাঠদান করে যাচ্ছেন তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক শিক্ষক এমপিওভুক্ত হতে পারেননি বিধায় তারা বেতন ভাতা পাচ্ছেন না। উক্ত সহকারী শিক্ষক (আইসিটি) পদে ৬ মাস মেয়াদী সনদধারীদের এনটিআরসিএ কর্তৃক সুপারিশের ভিত্তিতে নিয়োগ প্রাপ্তদের এমপিওভুক্ত করণ বিষয়ক সমস্যা দ্রুত সমাধান হওয়া দরকার বলে সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) মহামান্য হাইকোর্টের প্রদত্ত রায়ের ভিত্তিতে এনটিআরসিএ কর্তৃক ১ম নিয়োগ চক্রের দুটি ধাপে সহকারী শিক্ষক (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) পূর্বের সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার শিক্ষা)এর শূন্য পদে ০৬ (ছয়) মাস মেয়াদী সনদধারী প্রার্থীদের যারা নিয়োগ পেয়েছেন কিন্তু এমপিও ভুক্ত হতে পারেননি তাদেরকে সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর মহামান্য হাইকোর্টের রায়ের আলোকে যোগদানকৃত সহকারী শিক্ষক (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) পদে এমপিওভুক্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(খ) সহকারী শিক্ষক (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি)-পদে এনটিআরসিএ কর্তৃক প্রথম চক্রের নিয়োগের পরের নিয়োগগুলোর ক্ষেত্রে জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা ২০১৮ প্রযোজ্য হবে।

বাস্তবায়নে:

শিক্ষা মন্ত্রণালয়/ এনটিআরসিএ/ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর/ মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর।

আলোচ্য বিষয়-৬:

এনটিআরসিএ কর্তৃক শুরু থেকে ০১.১১.২০১৯ তারিখ পর্যন্ত সুপারিশকৃত প্রার্থীদের তথ্যাদি যাচাই সংক্রান্ত।

আলোচনা:

সভাপতির জ্ঞাতার্থে এনটিআরসিএ কর্তৃক এ পর্যন্ত সর্বমোট সুপারিশপ্রাপ্ত এবং প্রকৃতপক্ষে প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ প্রাপ্তদের বিষয়ে অবহিত করে পরিচালক (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান), এনটিআরসিএ সভাকে অবহিত করেন যে, অদ্যাবধি টেলিটক হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে সর্বমোট ৪৬০০৮ জন প্রার্থীকে এনটিআরসিএ কর্তৃক বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাদের প্রেরিত

চাহিদার ভিত্তিতে সুপারিশ করা হয়েছে এবং তন্মধ্যে ৩৪৫১৭ জন প্রকৃতপক্ষে যোগদান করেছেন। উপস্থিত টেলিটকের প্রতিনিধির নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সভাকে অবহিত করা হয় যে, ১১৪৯১ জন প্রার্থী বিভিন্ন কারণে যোগদান করেননি। সভাপতি এ বিপুল সংখ্যক পদে সুপারিশ পেয়ে যোগদান না করার বিষয়টি খতিয়ে দেখা আবশ্যক মর্মে অভিমত প্রকাশ করেন।

সভায় উপস্থিত উপমন্ত্রী মহোদয় এত সংখ্যক প্রার্থী যোগদানে সক্ষম হননি কেন সে ব্যাপারে এসএমএস বার্তা পাঠিয়ে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড ও এনটিআরসিএ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্ত:

যে সকল প্রার্থী শুরু থেকে অদ্যাবধি প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেননি বা পাশাপাশি যোগদানে কেন সক্ষম হননি সে বিষয়ে খতিয়ে দেখতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মূলত: কত সংখ্যক প্রার্থী যোগদানে সক্ষম হয়নি তাদের হাল নাগাদ তথ্য সংগ্রহে প্রার্থী ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এনটিআরসিএ/ টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড ক্ষুদে বার্তা (এসএমএস) প্রেরণ করে ও ফোন করে তথ্য সংগ্রহ করে প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে।

বাস্তবায়নে:

এনটিআরসিএ, টেলিটক বাংলাদেশ লিঃ এবং সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর।

আলোচ্য বিষয়-৭:

এনটিআরসিএ কর্তৃক সুপারিশকৃত প্রার্থীকে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গ্রহণে/ যোগদানের অস্বীকৃতি জ্ঞাপনে বিকল্প প্রার্থীর সুপারিশ সম্পর্কিত।

আলোচনা:

এনটিআরসিএ কর্তৃক সুপারিশকৃত প্রার্থীকে যৌক্তিক কোন কারণে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যোগদানে অস্বীকৃতির ক্ষেত্রে বিকল্প প্রার্থী প্রেরণের সুযোগ বিষয়ে সভায় সভাপতিসহ অধিকাংশ সদস্য তাদের অভিমত তুলে ধরে প্রচলিত আইনে বিকল্প প্রার্থী প্রতিস্থাপনের সুযোগ রাখার অবকাশ রয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন মর্মে সকল সদস্য অভিমত প্রকাশ করেন।

সিদ্ধান্ত:

সুপারিশকৃত প্রার্থী গ্রহণে প্রতিষ্ঠানের যৌক্তিক অপারগতার ক্ষেত্রে বিকল্প প্রার্থী রাখার কোন বিধান প্রচলিত আইনে সন্নিবেশিত রাখার সুযোগ রয়েছে কি না তা এনটিআরসিএ কর্তৃক খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাস্তবায়নে:

১. এনটিআরসিএ এবং সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর।
২. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টেলিটক বাংলাদেশ লিঃ।

আলোচ্য বিষয়-৮:

এমপিও/নন-এমপিও পদে পৃথক গণবিজ্ঞপ্তি জারি বিষয়ে আলোচনা।

আলোচনা:

সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ সভাকে অবহিত করেন এমপিও ও নন-এমপিও পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রক্রিয়া যৌথভাবে করায় অনেক ক্ষেত্রেই জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে। জটিলতা সমাধানে উত্তম পন্থা হতে পারে এমপিও ও নন-এমপিও পদের আবেদন ও সুপারিশ প্রক্রিয়া পৃথক পৃথকভাবে সম্পন্ন করা। সভায় উপস্থিত অধিকাংশ সদস্য এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত:

এনটিআরসিএ বর্তমান সময় হতে এমপিও পদের জন্য পৃথক গণবিজ্ঞপ্তি ও নন-এমপিও পদের জন্য পৃথক গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে নিয়োগ সুপারিশ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করবে।

আলোচ্য বিষয়-৯:

এনটিআরসিএ আইন ২০০৫, বিধিমালাসমূহ, পরিপত্র সংশোধন এবং প্রতিষ্ঠান কর্তৃক শূন্য পদের চাহিদা সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর এবং ব্যানবেইসের মাধ্যমে যাচাই সংক্রান্ত।

আলোচনা: এনটিআরসিএ-কে আরও শক্তিশালী ও যুগোপযোগী করার জন্য বিদ্যমান আইন, বিধিমালাসমূহ এবং পরিপত্র বাস্তবতার নিরিখে সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন করা প্রয়োজন। পাশাপাশি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রেরিত চাহিদা নির্ভুলকরণে ব্যানবেইস সহ সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরসমূহের সাথে আলোচনা করে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে মর্মে সভায় অধিকাংশ সদস্য অভিমত ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরসমূহ ও এনটিআরসিএ যৌথভাবে এনটিআরসিএ আইন ২০০৫, বিধিমালাসমূহ ও পরিপত্র যাচাই করে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন করার সুপারিশ করবে।

(খ) এনটিআরসিএ সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর এবং ব্যানবেইস এর সাথে আলোচনা করে শূন্য পদের নির্ভুল চাহিদা কিভাবে সংগ্রহ করা যায় তার পন্থা বের করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

বাস্তবায়নে: শিক্ষা মন্ত্রণালয়/ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর/ মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর/ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর/ ব্যানবেইস।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৫/৭/২০২০

(ডাঃ দীপু মনি, এম.পি.)
মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

স্মারক নং: বেশিনিক/শি.শি/তৃতীয় শিক্ষক নিয়োগচক্র/১০৫৮/২০১৯/

তারিখ: জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৭ / জুলাই, ২০২০

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

৩. সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪. সচিব, কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫. অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক-২), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৬. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর/ মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর/ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর/ ব্যানবেইস, ঢাকা।
৭. সদস্য (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান/ পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন), এনটিআরসিএ, ঢাকা।
৮. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টেলিটক বাংলাদেশ লিঃ।
৯. .....

সদয় জ্ঞাতার্থে:

১. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা। (মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২. মাননীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা। (মাননীয় উপমন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

২৬.০৭.২০২০

(মুঃ আঃ আউয়াল হাওলাদার)
চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত)
এনটিআরসিএ, ঢাকা।
ফোন: ৪১০৩০০৪৭
ই-মেইল: chairman@ntrca.gov.bd

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (NTRCA)
রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার (৪র্থ তলা)
৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০
ফ্যাক্স: ০২-৪১০৩০০৪৯, ওয়েবসাইট: www.ntrca.gov.bd
ই-মেইল: office@ntrca.gov.bd

মুজিব শতবর্ষ 100

স্মারক নং: বেশিনিক/শি.শি/নিবন্ধন:চ:অ:আবেদন প্রসঙ্গে/১১২২/২০২০/ ৫৬৪ তারিখ: ০৩ সেপ্টেম্বর, ২০২০।

বিষয়ঃ পদ শূন্য না থাকা সত্ত্বেও কিংবা এক বিষয়ের চাহিদায় অন্য বিষয় উল্লেখসহ অন্যান্য ত্রুটিপূর্ণ/প্যাটার্ন বহির্ভূত চাহিদা প্রেরণকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ।

সূত্র: ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০২৯.০০১.২০১৯.১২২ তারিখ: ৩১.০৮.২০২০ খ্রি:

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বিগত ০৯ জুন ২০২০ তারিখে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার ৪.১ নম্বর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে এনটিআরসিএ কর্তৃক ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরসমূহে (মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর এবং কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর) ত্রুটিপূর্ণ/ প্যাটার্ন বহির্ভূত চাহিদা প্রেরণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের নাম, প্রতিষ্ঠান প্রধানের নামসহ বিস্তারিত তথ্যাদি প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

সংযুক্তিঃ

১। এম.পি.ও নীতিমালা ২০১৮ এর ১৮.১ (ঘ) বিধি ২ ফর্দ।
২। অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের নামের তালিকা ৫৪১টি (পাতা- ১৫)।
৩। প্রার্থীর নামসহ তালিকা (৪৭১+২১৮) = ৬৮৯ টি (পাতা ৩২+১৭ = ৪৯)।
৪। MPO শূন্য পদে NON-MPO দেখানো ২৬টি (পাতা-৩)।

০৩.০৯.২০২০

(মোঃ আকরাম হোসেন)
চেয়ারম্যান
এনটিআরসিএ, ঢাকা।
ফোন: ০২-৪১০৩০০৪৩.
ই-মেইল: chairman@ntrca.gov.bd

সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা।

[দৃষ্টি আকর্ষন: উপসচিব (মাধ্যমিক-২)]

সচিবের দপ্তর
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

ডায়েরী নং	তারিখ
অতিঃ সচিব (প্রশা ও অর্থ)	অতিঃ সচিব (উন্নয়ন)
অতিঃ সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়)	অতিঃ সচিব (সরকারি মাধ্যমিক)
অতিঃ সচিব (কলেজ)	অতিঃ সচিব (বেসরকারি মাধ্যমিক)
অতিঃ সচিব (অডিট ও আইন)	যুগ্ম প্রধান পরিকল্পনা
	একান্ত সচিব

অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক) এর দপ্তর
তারিখ:
ডায়েরি নং:
যুগ্ম-সচিব (মাধ্যমিক-১)
যুগ্ম-সচিব (মাধ্যমিক-২)
উপ-সচিব
শাখা

সদয় অবগতি জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হল:

১. অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক-২), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
২. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য);
৩. মাননীয় উপমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (উপমন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য);
৪. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য);
৫. পি.এ টু চেয়ারম্যন , চেয়ারম্যান এর দপ্তর , বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) (চেয়ারম্যন মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।